ছন্দ

ছন্দ শব্দের উৎপত্তি :-

‘ ছদ্ ’ ধাতু থেকে ছন্দ শব্দের উৎপত্তি , যার অর্থ হলো আচ্ছাদিত করা । আবার আচার্য পাণিনি বলেন- ‘ চন্দ্ ’ ধাতু থেকে ছন্দ শব্দের উৎপত্তি , যার অর্থ হলো আনন্দিত করা বা আহ্লাদিত করা । যাস্ক মুনি বলেন ' ছন্দো ছাদনাৎ ' অর্থাৎ ছন্দ হলো আচ্ছাদনকারী ।

ছন্দ (সংজ্ঞা)

আচার্য পাণিনি ও যাস্ক মুনির মতানুসারে বলা যায় যা অশুভ ভাবকে আচ্ছাদিত করে কাব্যকে সুশোভিত ও মাধুর্যমণ্ডিত করে তুলে পাঠকবর্গকে আনন্দ দান করে তাকে ছন্দ বলে ।

ছন্দের অন্য সংজ্ঞাও দেওয়া যেতে পারে , লঘু - গুরু স্বরের অক্ষর ও মাত্রার সন্নিবেশে কবিগণের যে বিশেষ রচনা পদ্ধতি কাব্যরসজ্ঞ সহৃদয়ের মনে আনন্দধারার সঞ্চার ঘটায় তাকে ছন্দ বলে ।

পদ্যের সংজ্ঞা ও বিভাগ

সাহিত্যের দুটি ধারা বা রূপ দেখা যায় । যথা- গদ্য ও পদ্য । প্রসঙ্গ অনুসারে আমাদের আলোচ্য বিষয় পদ্য ।

পদ্য : - আচার্য গঙ্গাদাস তাঁর ছন্দোমঞ্জরী গ্রন্থে বলেছেন- **"ছন্দোবদ্ধপদং পদ্যম্"** - অর্থাৎ ছন্দ দ্বারা নিবদ্ধ পদসমষ্টিকে বলা হয় পদ্য ।

"পদ্যং চতুষ্পদী তচ্চ বৃত্তং জাতিরীতি দ্বিধা" - পদ্যের চারটি চরণ থাকে এবং এর দুটি ভাগ।যথা- বৃত্ত ও জাতি ।

বৃত্তের সংজ্ঞা ও বিভাগ

আচার্য গঙ্গাদাস তাঁর **ছন্দোমঞ্জরী** গ্রন্থে বলেছেন -**‘বৃত্তমক্ষর সংখ্যাতম্’**- অর্থাৎ অক্ষরের সংখ্যা দ্বারা যে ছন্দ নির্ণয় করা হয় তাকে বৃত্ত ছন্দ বলে ।

বৃত্ত ছন্দ তিন প্রকারের ।**‘সমমর্ধসমং বিষমঞ্চেতি ত্রিধা’**- অর্থাৎ সমবৃত্ত , অর্ধসমবৃত্ত ও বিষমবৃত্ত ।

সমবৃত্ত

আচার্য গঙ্গাদাস তার ছন্দোমঞ্জরী গ্রন্থে বলেছেন - ‘ সমং সমচতুষ্পাদম্ ’ -অর্থাৎ যে বৃত্ত ছন্দে চারটি চরণেই অক্ষর সংখ্যা সমান ভাবে বর্তমান থাকে তাকে সমবৃত্ত ছন্দ বলে । যেমন- মালিনী , ইন্দ্রবজ্রা প্রভৃতি ।

অর্ধসমবৃত্ত

আচার্য গঙ্গাদাস তাঁর ছন্দোমঞ্জরী গ্রন্থে বলেছেন -
‘ভবত্যর্ধসমং পুনঃ । আদিস্তৃতীয়বদ্ যস্য পাদস্তূর্যা দ্বিতীয়বৎ’
- অর্থাৎ যে বৃত্ত ছন্দে প্রথম চরণের অক্ষরসংখ্যা তৃতীয় চরণের অক্ষরসংখ্যা পরস্পর সমান এবং দ্বিতীয় চরণের অক্ষরসংখ্যা ও চতুথ চরণের অক্ষরসংখ্যা পরস্পর সমান হয় তাকে অর্ধসমবৃত্ত ছন্দ বলে । যেমন - পুষ্পিতাগ্রা

বিষমবৃত্ত

আচার্য গঙ্গাদাস তাঁর ছন্দোমঞ্জরী গ্রন্থে বলেছেন - **'ভিন্নচিহ্নচতুপাদং বিষমং পরিকীর্তিতম্'**- অর্থাৎ যে বৃত্ত ছন্দে চারটি চরণেই অক্ষর সংখ্যা অসমান বা ভিন্ন ভিন্ন থাকে তাকে বিষমবৃত্ত ছন্দ বলে । যেমন উদগাতা ।

গুরু নির্ণায়ক শ্লোক বা সূত্র

সানুস্বারশ্চ দীর্ঘশ্চ বিসর্গী চ গুরুর্ভবেৎ ।
বর্ণসংযোগ পূর্বশ্চ তথা পাদান্তগোহপি বা ।।

সানুস্বারশ্চ : - অক্ষরের সঙ্গে অনুস্বার যুক্ত থাকলে তা গুরু হবে । যেমন- কং সং ।

দীর্ঘশ্চ : - দীর্ঘস্বরযুক্ত অক্ষরগুলি আ,ঈ,ঊ,ঋ,এ,ঐ,ও,ঔ গুরু হবে । আবার কোনো অক্ষরের সঙ্গে এগুলির কোনোটি যুক্ত থাকলে অক্ষরটি গুরু হবে ।

বিসর্গী চ : - অক্ষরের সঙ্গে বিসর্গ যুক্ত থাকলে তা গুরু হবে। যেমন- কঃ খঃ

বর্ণসংযোগ পূর্বশ্চ : - যুক্ত অক্ষরের আগের বর্ণটি গুরু হয় এবং নিজে লঘু হয় । যেমন – চন্দন ।এখানে ন্দ যুক্ত বর্ণের আগের হ্রস্ব অক্ষরটি গুরু হবে।

পাদান্তগোহপি বা : - চরণের শেষ অক্ষরটি সবসময়ের জন্য গুরু হবে ।

হসন্ত (্) যুক্ত অক্ষর গণনার মধ্যে আসবে না কিন্তু এ পূর্বের অক্ষরটিকে গুরু করে দেয় । যেমন- ত্বম্। এখানে হসন্ত যুক্ত ম অক্ষর গণনার মধ্যে আসবে না কিন্তু এ পূর্বের ‘ত্ব’ অক্ষরটিকে গুরু করে দেয় ।

গণ

ছন্দশাস্ত্রে তিনটি অক্ষর বা মাত্রার সমষ্টিকে গণ বলা হয় । ছন্দশাস্ত্রে গণ দশটি - য গণ ,ম গণ , ত গণ , র গণ ,ভ গণ , ন গণ , স গণ , লঘু এবং গুরু।

গণ নির্ণায়ক শ্লোক বা সূত্র :

"মস্ত্রিগুরুস্ত্রিলঘুশ্চ নকারো ভাদিগুরুঃ পুনরাদি লঘুর্যঃ ।
জো গুরুমধ্যগতো রলমধ্যঃ সোহন্তগুরুঃ কথিতোহন্তলঘুস্তঃ ।
গুরুরেকোগকারস্তু লকারো লঘুরেককঃ" ।।

ধন্যবাদ